

সাপ্তাহিক সূনাতে ভরা ইজতিমার
সূনাতে ভরা বয়ান

15 December 2016



মিসাওয়াক করা সূনাও

(Bangla)

মিসওয়াক করা সুন্নাত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نُؤَيِّتُ سُنَّتَكَ الْإِعْتِكَافَ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণ ভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে কথিত আছে: “যখন কোন মজলিশে (অর্থাৎ লোকদের মাঝে) বসো তবে এরূপ বলা: “তবে আল্লাহ তাআলা তোমার উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং যখন মজলিশ থেকে ফিরে যাও তখনও পাঠ করে নাও, তবে সেই ফিরিশতা লোকদেরকে তোমার গীবত করা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।”

(আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

উফ ওহ রহে সিঙ্গলাখ, আহ! ইয়ে পা শাখ শাখ,

এয় মেরে মুশকিল কোশা! তুম পে করোডো দরুদা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

চরনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হায় আফসোস! দীর্ঘ সফর, রাস্তাও পাথরে পূর্ণ এবং আমার পাও ক্ষত বিক্ষত। হে আমার বিপদ দূরকারী আক্বা! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমার বিপদ দূর করে দিন, আপনার উপর আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি রহমত দান করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে:

“نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

* দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।

* হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

* প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

* ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, ধমকানো, বাগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো।

* **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!** **أَذْكُرُ اللهُ!** **صَلُّوا عَلَى اللَّهِ!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো।

* বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

মিসওয়াকের বরকতে যুদ্ধে সফলতা

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের জীবনকে তিন ভাগ করেছেন। এক বছর হজে যেতেন, এক বছর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং এক বছর ইলমে দ্বীনের দরস দিতেন। একবার যুদ্ধে তামুরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানকার কাফেরদের দুর্গ বিজয় করা যাচ্ছিলো না, তখন তিনি রাতে এই চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন যে, স্বপ্নে দেখলেন হযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করছেন: হে আব্দুল্লাহ! কি চিন্তা করছো?

আরয করা হলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! দুর্গাটি জয় করতে পারছি না, এই চিন্তায় রয়েছি? হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: অযু করার সময় মিসওয়াক করো। হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন, মিসওয়াক সহকারে অযু করলেন এবং নামাযিদের মিসওয়াক করার জন্য আদেশ দিলেন, দুর্গের কর্তারা দুর্গের উপর থেকে গাজীদেরকে মিসওয়াক করতে দেখলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে একটি আতঙ্ক দিয়ে দিলো, তারা নিচে গেলো এবং দুর্গের সরদারকে গিয়ে বললো যে, এই যে বাহিনীটি আসলো, মনে হয় তারা মানুষ খেকো, দাঁতকে শান দিচ্ছিলো যেন তারা বিজয়ের পর আমাদের খেতে পারে, আল্লাহ তাআলা এই আতঙ্ক তাদের মনে দৃঢ় করে দিলো এবং মুসলমানদের নিকট দূত প্রেরণ করলো যে, তোমরা কি সম্পদ চাও নাকি প্রাণ? হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ বলেন: না সম্পদ চাই, না প্রাণ, তোমরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো তবেই মুক্তি পাবে। এই সুন্নাতের বরকতে তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! একটি সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে মুসলমানরা শুধু সফল হলো না বরং শত্রুও মুসলমান হয়ে আপন হয়ে গেলো। নিশ্চয় আমাদের বিজয় এবং সফলতা হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয় পদ্ধতি এবং সুন্নাতের মাঝেই রয়েছে। যদি আমরা চাই যে, ইসলামী মিল্লাতের হারানো মান ও মর্যাদা এবং আধিপত্য উদ্ধার হয়ে যাক, তবে এর জন্য আমাদের হযরত পূরনূর সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিটি সুন্নাতের উপর আমল করা। আল্লাহ তাআলা হযরত নবীয়ে করীম, মাহবুবে রাস্কে আযীম ﷺ এর আনুগত্য ও বাধ্যগত হওয়ার জন্য পারা ২১ সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(পারা: ২১, সূরা: আহযাব, আয়াত: ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর
অনুসরণ উত্তম।

হযরত সদরুল আফযিল সায্যিদে মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদি **“খাযাইনুল ইরফান”** এ এই আয়াতের পাদটিকায় লিখেন: উত্তমরূপে তাঁর অনুসরণ করো এবং দীনে ইলাহীর সাহায্য করো আর নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সঙ্গ ছেড়ো না এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করো আর রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সুন্নাতের উপর চলো, এটাই উত্তম।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা ২১, আল আহযাব, আয়াত ২১, ৭৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এই আয়াতের পাদটিকায় তাফসীরে নূরুল ইরফানের ৬৭১ পৃষ্ঠায় বলেন: জানা গেলো যে, **হযুর পুরনূর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর জীবনি শরীফ সকল মানুষের জন্য উদাহরণ স্বরূপ, যাতে জীবনের কোন অংশ বাকী থাকে না এবং এটাও হতে পারে যে, রব (আল্লাহ) তাআলা **হযুর পুরনূর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ** এর জীবনি শরীফকে আপন কুদরতের নমুনা স্বরূপ বানিয়েছেন। কারিগর নমুনা বানানোতে তার পুরো শৈল্পিক প্রতিভা ব্যবহার করে। জানা গেলো যে, সফল জীবন তাই, যা তার পদাঙ্ক অনুযায়ী হয়, যদি আমাদের জীবন-মরণ, ঘুমানো-জাগ্রত হওয়া রহমতে আলম, নূরে **মুজাস্‌সাম** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পদাঙ্কনুসারে হয়ে যায়, তবে সকল কাজই ইবাদত হয়ে যাবে। এ-নমুনায় পাঁচটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়: (১) একে পরিপূর্ণভাবে বানানো, (২) একে বাহ্যিক ধূলোবালি থেকে পবিত্র রাখা, (৩) একে লুকানো যায় না, (৪) এর প্রশংসাকারীর প্রতি প্রস্তুতকারক খুশি হয়, (৫) এর দোষ-ত্রুটি অব্বেষণকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।

নবী করীম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মধ্যে এই পাঁচটি বিষয়ই বিদ্যমান। ওলামারা বলেন, যে মুমিনের মাঝে এই গুণাবলীগুলো একত্রিত হয়ে যায়, **হযুর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর অনুসরণ, **আল্লাহ তাআলার** প্রতি আশা এবং রব তাআলার অধিকহারে যিকির, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আনন্দে থাকবে। কেননা, তার বিপদে ধৈর্য এবং সুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন নসীব হবে।

উত্তম পথ

আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বয়ং ইরশাদ করেন:
 “خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ” অর্থাৎ উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর
 পথ।” (আল আহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, বাব আল এ'তেসাম বিস সুন্নাহ, ১/১০৬, হাদীস নং- ১০, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন

হযরত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাহের অনুসরণই পরিপূর্ণ ঈমান এবং জান্নাতে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় আর প্রত্যেক মুসলমানের এটাই চাওয়া যে, তারা যেন সেই নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়। সুতরাং তার উচ্চ যে, হযরত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী, কর্ম, অবস্থা এবং পবিত্র চরিত্রকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে নিজের জীবনকে হযরত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্য এবং তাঁর সুন্নাহের উপর আমল করে অতিবাহিত করা। হযরত সায্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতুরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো কোরআনে পাকের সাথে ভালবাসা রাখা এবং কোরআনে পাকের সাথে ভালবাসার নিদর্শন হলো হযরত সায্যিদে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি ভালবাসা রাখা, আর হযরত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে ভালবাসা রাখার নিদর্শন হচ্ছে তাঁর সুন্নাহে মোবারকার প্রতি ভালবাসা রাখা এবং সুন্নাহে মোবারকার সাথে ভালবাসা রাখার নিদর্শন হচ্ছে আখিরাতের প্রতি ভালবানা রাখা আর আখিরাতের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। (তাফসীরে কুরতুবী, ৪/৬০ ও ৬১, পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, ৩১ নং আয়াতের পাদটিকা)

এক দীনারের বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে নিলেন

আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাহের প্রতি খুবই ভালবাসা পোষণ করতেন এবং তা পালন করতে নিজের সম্পদেরও কোন পরওয়ারা করতেন না। যেমনিভাবে-

হযরত সায্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুঁজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেলো না।

এজন্য এক দিনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রার) বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বললো: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এতো বেশি দাম দিয়ে কি মিসওয়াক কিনে? হযরত আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু আল্লাহ্ তাআলার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখে না। যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন আমি কি উত্তর দিবো যে, “তুমি আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত (মিসওয়াক) কেন ছেড়ে দিলে? যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তা আসলে তো আমার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও ছিলো না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিসওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলে না?” (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ইয়া মুস্তফা! গুনাহেঁ কি আদতেঁ নিকালে, জযবা মুঝে আতা হো সুন্নাত কি পেরভী কা।

আল্লাহ্! হুঝে দুনিয়া সে তু মুঝে বাঁচানা, সায়িল হোঁ ইয়া খোদা মে ইশকে মুহাম্মদী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৭৭, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর সময়ও সুন্নাতের প্রতি আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খুবই সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, প্রতিটি কাজই সুন্নাত অনুযায়ী করতেন, এমনকি মৃত্যুর সময়ও সুন্নাতকে ত্যাগ করেননি। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আলী তামিমি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খিদমতগার হযরত সায়্যিদুনা জাফর বিন নুচাইর বাকরান দাইনূরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি হযরত সায়্যিদুনা শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মৃত্যুর সময় কি দেখলেন? তিনি বললেন: হযরত সায়্যিদুনা শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাকে বললেন: কোন এক মজলুমের একটি দিরহাম আমার উপর রয়ে গেছে (অথচ তার মালিক তা জানতো না) আমি তার মালিকের পক্ষ থেকে এক হাজার দিরহাম সদকা করলাম। ব্যস আমার এছাড়া আর কোন চিন্তা ছিলো না। অতঃপর বললেন: আমাকে নামাযের জন্য অযু করার। আমি তাঁকে অযু করিয়ে দিলাম, কিন্তু দাঁড়িতে খিলাল করা ভুলে গিয়েছিলাম।

সেই সময় তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তখন তিনি আমার হাত ধরে আমার দাঁড়িতে প্রবেশ করালেন (যেন আমি তাঁর দাঁড়ি খিলাল করে দিই) অতঃপর ইত্তিকাল করলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর হযরত সাযিয়্যুনা জাফর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কান্না শুরু করে দিলেন এবং বললেন: আপনি সেই লোকটি সম্পর্কে কি বলেন, যে মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত আদবে শরীয়াতের (অর্থাৎ সূনাতে মুস্তফার) কোন আদবই হাত ছাড়া করলেন না। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

মিলে সূনাতোঁ কা জযবা মেরে ভাই ছোড়্ণে মাওলা,

সভী দাঁড়িয়াঁ মুন্ডানা মাদানী মদীনে ওয়াল্লা।

তেরী সূনাতোঁ পে চল কর মেরী রুহ যব নিকাল কর,

চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৮, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং রাসূলের সূনাতের উপর কিরূপ অনুসারী ছিলেন। মৃত্যু কষ্টের সময়ও তাঁদের অন্তরে সূনাতের অনুসরণের চেতনাকে কমাতে পারেনি, যার কারণে তারা আল্লাহ তাআলার দয়ায় এতই উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন যে, ইসলামী দুনিয়া তাঁদের নিজেদের ইমাম হিসেবে স্বীকার করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে যাবে। যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হবে, ৫০ হাজার বছরের দিন হবে, আসমান ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে, নক্ষত্র খসে পড়বে, চাঁদ এবং সূর্য ফিকে হয়ে যাবে, জমিন হবে তামার, প্রচন্ড ক্ষুধায় পেট পিটের সাথে লেগে যাবে, পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে কাট হয়ে যাবে, লোকে ঘামের মাঝে ডুবে থাকবে, কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব কেউ কারো কাজে আসবে না, এমনই সময়ে যে সৌভাগ্যবানরা দুনিয়ার অল্প সময়ের নশ্বর জীবনে প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সূনাতের অনুসরণ করেছে, মিটে যাওয়া ও নিঃশেষ হতে যাওয়া সূনাতের উপর আমল করবে, তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ তাকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা এবং জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ শুনানো হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ছায়ায় আরশ কিছ কিছ কো মিলেগা?” এর ৫৫ পৃষ্ঠায় হাদীসে পাক বর্ণিত রয়েছে; হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا রিসালতের দরবারে (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ হুয়র পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! জান্নাতের উপত্যকায় আল্লাহ্ তাআলার নৈকটে কে থাকবে? ইরশাদ করেন: “যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে এবং আমার বিপদগ্রস্থ উম্মতের কষ্ট দূর করবে। এই সুন্নাত তাকে সকল বিপদ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে।”

খুলদ মে হোগা হামারা দাখিলা ইস শান সে,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কা নাড়া লাগাতে যায়েঙ্গে। (ওয়সায়িলে বখশীশ, ৪২১ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীসে মোবারকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মিসওয়াকের অর্থ হচ্ছে মিলিত হওয়া, মিসওয়াক হচ্ছে দাঁতের সাথে মিলার সরঞ্জাম। শরীয়াতে মিসওয়াক সেই কাঠের টুকরো, যা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা হয়। সুন্নাত হচ্ছে যে, কোন ফুল ও ফল গাছ যেন না হয়। গাছ যেন তিজ্জ, মোটা কনিষ্ঠা আঙ্গুল বরাবর এবং লম্বা যেন এক বিগতের চেয়ে বেশি না হয়। দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করণ, দৈর্ঘ্যে নয়। দাঁত বিহীন নারী পুরুষেরা আঙ্গুল ঘুরিয়ে নিন। মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে যে, মিসওয়াক ছাড়া শুধু মাজন ব্যবহার করা, আঙ্গুল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে নেয়া। কেননা, তাদের মাঁড়ি দুর্বল হয়ে থাকে। মিসওয়াক এই কয়েক স্থানেই সুন্নাত; অযু, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করার সময়, দাঁত হলেদে হয়ে গেলে, ক্ষিধা, বা অনৈক্ষণ চূপ থাকা, বা নিদ্রাহীনতার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/ ২৭৪, ২৭৮)

মিসওয়াক খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং এর উপর আমল করার জন্য অনেক জোড় দেয়া হয়েছে। যেমনটি-

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “অবশ্যই আমাকে মিসওয়াকের এমন হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমার এমন মনে হয়েছিলো, মিসওয়াক সম্পর্কে আমার নিকট না ওহী অবতীর্ণ হয়ে যায়।”

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদ আব্দুল্লাগ ইবনে আব্বাস, ১/৬৫৮, হাদীস নং- ২৭৯৯)

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আরয করা হলো: ইয়া রাসুলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আপনার খিদমতে উপস্থিত হতে এবার অনেক দেরী করছে? হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তিনি দেরী করবে না কেন, যেহেতু আমার আশেপাশে তোমরা মিসওয়াক করছো না, নিজের নখ কাঁটছো না, নিজের গোঁফ ছোট করছো না এবং নিজের আঙ্গুলের গোঁড়া পরিষ্কার করো না।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫/১০৪, হাদীস নং-২০৭২)

হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহ তাআলার মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মিসওয়াক করো। কেননা, মিসওয়াকে মুখের পবিত্রতা এবং রব (আল্লাহ) তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে, যখনি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমার নিকট আসে তখন তিনি আমাকে মিসওয়াক করার ওসীয়ত করেছেন, এমনকি আমার এমন মনে হতো যে, এটা আমার উপর এবং আমার উম্মতের উপর ফরয হয়ে না যায়, আর আমার উম্মতের কষ্টের চিন্তা যদি না থাকতো তবে মিসওয়াক করা ফরয করে দিতাম এবং নিশ্চয় আমি এমনভাবে মিসওয়াক করি, আমার ভয় হয় যে, আমার সামনের দাঁত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে না যায়।”

(সুনানে ইবনে মাযাহ, কিতাবুত তাহারাতি, বাবুস সাওয়াক, ১/১১৮৬, হাদীস নং-২৮৯)

আমীরুর মু’মিনীন হযরত সাযিয়্যুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَبِيرِ থেকে বর্ণিত; প্রত্যেকবার অযুর সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতেন (অর্থাৎ ফরয করে দিতেন এবং কিছু বর্ণনায় ফরয শব্দটিও এসেছে)।

(আল মু’জামুল আওসাত, ১/৩৪১, হাদীস নং-১৩৪১। আল মুত্তাদরিক, ১/৩৬৪, হাদীসনং-৫০১)

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা এবং যায়িদ বিন খালিদ জুহনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক নামাযের সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতেন।

(জামেয়ে তিরমিযী, আবওয়াবুত তাহারাতি, বাব মাযা ফিস সাওয়াক, ১/১০০, হাদীস নং-২২,২৩)

অর্থাৎ এটা ফরয করে দেয়া হতো যে, মিসওয়াক করা ছাড়া নামাযও হতো না। জানা গেলো যে, আল্লাহ তাআলা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে হুকুমের মালিক বানিয়েছেন, ইচ্ছা হলে ফরয করে দিতেন, ইচ্ছা না হলে করতেন না।

(মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৮০)

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যখন থেকে আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই বাণীটি শুনেছি: “আমি ঘুমানোর পূর্বে, জাহত হওয়ার পর এবং খাবার খাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক করি।” (শুয়াবুল ইমান, ৪/২৭৮, হাদীস নং-২৫১৬)

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কানে মিসওয়াক রাখতেন এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করতেন। (বজলুল মজহদ, ৩/১)

হযরত সায্যিদুনা যায়িদ বিন খালিদ জুহানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে; মসজিদে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসার সময় মিসওয়াক তাঁর কানে এমন ভাবে রাখা থাকতো যেমন লিখকের কানে কলম রাখা থাকে, যখনই নামাযের জন্য দশায়মান হতেন তখন মিসওয়াক করতেন, অতঃপর আবারো সেখানে রেখে দিতেন। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৮০)

হযরত সায্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌ব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছে যে, অযু এবং প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়মিত মিসওয়াক করবো, যদিওবা আমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই (মিসওয়াক যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য) নিজেদের গলায় দড়ি দিয়ে মিসওয়াক বেঁধে রাখতে হতো বা পাগড়ীর সাথে বেঁধে রাখতাম, আর পাগড়ী যদি শুধু সারবন্দ দ্বারা হতো তবে এতে শক্ত করে পাগড়ী বাঁধতাম এবং মিসওয়াককে বাম দিকের কানের পাশে পাগড়ীর সাথে আটকে রাখতাম।

(আল ওহুদুল মাহমাদ, কিসমুল মা'মুরাত, ১/১৬। ইমামা কে ফাযায়িল, পৃষ্ঠা ৪০২)

হযরত সায্যিদুনা আবু আইয়ুব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হুযুর সায্যিদে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নাত: (১) লজ্জা করা (২) সুগন্ধি ব্যবহার (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) বিবাহ করা। (জামে তিরমিযী, ৪/২৫৪, হাদীস নং-১০০০)

মনে রাখবেন! এখানে চার (৪) সংখ্যাটি সীমিত করার জন্য নয় এবং আরো অনেক সুন্নাতে আশ্বিয়া রয়েছে, তার মধ্যে এই চারটিও রয়েছে। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৭৮)

হযরত সাযিয়দুনা আবু ইমাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে উমাম, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার নিকট জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام যখনই (সুন্নাতের শিক্ষা দেওয়ার জন্য) আসতো, তখন আমাকে মিসওয়াক করতে বলতো (তাঁর বারবার আরয করার কারণে) আমি ভয় করলাম যে, আমার মুখের সামনের অংশ না ছিড়ে ফেলি।” (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/১২৩, হাদীস নং-৩৮৬)

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদেরকে মিসওয়াকের ব্যাপারে অনেক বলেছি।” (সহীহ বুখারী, ৩/৪০৬, হাদীস নং-৮৩৯) অর্থাৎ বারবার এবং সর্বদা তোমাদের মিসওয়াক করার উৎসাহ দিয়েছি, কখনো এর দ্বীনি উপকারীতা বর্ণনা করেছি এবং কখনো দুনিয়াবী, তাছাড়া সর্বদা এর উপর আমল করে দেখিয়েছি, যেন তোমরাও সর্বদা মিসওয়াক করো। এ থেকে জানা গেলো যে, মিসওয়াক করা ফরয নয়, নয়তো বর্ণনা করার পদ্ধতি অন্যরকম হতো। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৭৯)

অপর এক হাদীসে পাকের প্রারম্ভে ইরশাদ করেন: অর্থাৎ এতে দ্বীন ও দুনিয়াবী মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবেন! মিসওয়াক দ্বারা মুসলমানদের সাওয়াবের নিয়তে মিসওয়াক করাই উদ্দেশ্য, কাফেরের মিসওয়াক এবং মুসলমানের অভ্যাসগত মিসওয়াক যদিও মুখ পরিষ্কার করবে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উপায় হবে না, তাছাড়া যদিও মিসওয়াকে দুনিয়াবী এবং দ্বীনি উপকারীতা অনেক, কিন্তু এখানে শুধু দু’টি উপকারী বর্ণিত হয়েছে। বা এই জন্যই যে, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অন্যান্য উপকারীতাও এই দু’টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুখের পরিচ্ছন্নতার কারণেই পেটের শক্তি এবং অসংখ্য রোগ থেকে মুক্তি আর যেখানে রব (আল্লাহ) তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে গেছে সেখানে আর কমই বা কি। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৭৭)

ফিরিশতা মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে নেয়

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে নামাযের জন্য দশায়মান হও তবে উচিৎ যে, মিসওয়াক করে নেওয়া।

কেননা, যখন সে নিজের নামাযে কিরাত করে তখন ফিরিশতা নিজের মুখ তার মুখের সাথে লাগিয়ে নেয় এবং যা তার মুখ দিয়ে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।” (কানযুল উম্মাল, ৯/৩১৯)

হযরত সাযিয়দুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; দু’টি ফিরিশতার এর চেয়ে বেশি কোন জিনিস কষ্ট দেয় না যে, তারা তাদের সাথীকে নামায পড়তে দেখে এবং তার দাঁতে খাবারের কণা ফেঁসে থাকে। (মা’জামুল ক্ববীর, ৪/১৭৭)

হযর সাযিয়দে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোন নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষন মিসওয়াক করে নিতেন না।

(মু’জামুল ক্ববীর, ৫/১৫২, হাদীস নং-৪৪(২৫৩))

উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আমার মাথার মুকুট, হযর নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাইরে থেকে যখন ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসতেন তখন প্রথম কাজ হতো মিসওয়াক করা।

(সহীহ মুসলিম, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪(২৫৩))

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটি আবশ্যিক যে, সে যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন তার উচিৎ, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করা। কেননা, এতে মুখে অনেক বেশি সুগন্ধি সৃষ্টি হয়, যার কারণে পরিবারের সাথে সদাচারণ বৃদ্ধি পায়। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৩০০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের পাদটিকায় বলেন: জানা গেলো, মিসওয়াক অযু ছাড়াও করা উচিৎ। মিসওয়াকের সত্তরটি (৭০) উপকারীতা রয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো, তার (অর্থাৎ মিসওয়াককারীর) মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হয়, তা ‘পাইরিয়া’ (মাঁড়ি থেকে পুঁজ বের হওয়ার রোগ) থেকে নিরাপদ থাকে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁত ও পেটের সক্ষমতা বাড়ায়, চোখে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং আফিনে ৭০টি খারাপ দিক রয়েছে: যার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তার মন্দ মৃত্যুর আশংকা রয়েছে।

(মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৭৫)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ অপর এক স্থানে বলেন: মৃত্যুর সময় মৃত্যু পথযাত্রীকে অযু, মিসওয়াক করিয়ে দেয়া, সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়া মুস্তাহাব, এতে প্রাণ বের হতে সহজ হয়, বরং যদি সম্ভব হয় তবে তাকে গোসল করিয়ে দিন,

উত্তম পোষাক পড়িয়ে দিন, যদি সম্ভব হয় দু'রাকাত নফল “নামাযে বিদা” এর নিয়তে পড়ে নিন, এই কথাগুলো হযরত সালামান ফরেসী, হযরত খাবিব এবং হযরত সাযিদ্যা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ থেকে বর্ণিত যে, তারা মৃত্যুর সময় এই আমলগুলো করেন। (মিরাতুল মানাযিহ, ২/৪২৫)

এক বর্ণনায় রয়েছে; “যে নামায মিসওয়াক করেই আদায় করা হয়েছে, তা ঐ নামায থেকে যা মিসওয়াক করা বিহীন পড়া হয়েছে, সত্তর (৭০) গুণ উত্তম।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩/২৬, হাদীস নং-২৭৭৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্তর (৭০) সংখ্যাটি বেশি (অর্থাৎ অনেক বেশি সাওয়াবের বর্ণনা করার) জন্য উল্লেখ করা হয়। যেমন- বলা হয় যে, বহু, শতাধিক। কিছু ওলামাগণ বলেন: কখনো কখনো সুন্নাতের সাওয়াব ফরয ও ওয়াজীবের চেয়ে বেড়ে যায়। দেখুন জামাআত পাঁচ ওয়াজ্ব নামাযের জন্য ওয়াজীব এবং জুমা ও ঈদের জন্য ফরয, কিন্তু এর সাওয়াব সাতাশ (২৭) গুণ আর মিসওয়াক করা সুন্নাত এবং এর সাওয়াব সত্তর (৭০) গুণ। এরূপ সালাম করা সুন্নাত আর উত্তর প্রদান করা ওয়াজীব, কিন্তু সালামের সাওয়াব উত্তর প্রদান করা থেকে বেশি, আবার এটাও হতে পারে যে, জামাআতের সাতাশটি (২৭) মর্যাদা এমন, যার প্রতিটি মর্যাদা মিসওয়াকের ৭০টি মর্যাদার সমান। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/২৮০)

হযরত সাযিদ্যুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: দু'রাকাত যা মিসওয়াক করে আদায় করা হয়েছে, তা ৭০ রাকাত মিসওয়াক করা বিহীন নামায থেকে উত্তম।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস নং- ১৮)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: ১০টি বিষয় হচ্ছে প্রাকৃত (অর্থাৎ এর হুকুম শরীয়াতে ছিলো) গোঁফ ছোট করা, দাঁড়ি বাড়ানো, মিসওয়াক করা, নাকে পানি ঢালা, নখ কাটা, আঙ্গুলের ফাঁকগুলো ধোয়া, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম মুড়ানো, ইস্তিন্জা করা, কুলি করা। (সহীহ বুখারী, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“দরুদ সালামের পুষ্পধারা” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরুদে পাকের বরকত সম্পর্কে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “দরুদ ও সালামের পুষ্পধারা” অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে দরুদে পাকের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীসে মোবারকা, বুয়ুর্গানে দ্বীনদের বাণী, মনোমুগ্ধকর ঘটনাবলী এবং এ সম্পর্কিত অনেক মাদানী ফুল সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর প্রতি উৎসাহ দান করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) ও প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

অনুবাদ মজলিশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হচ্ছে “অনুবাদ মজলিশ”। আমরা আহলে সূনাত و রিসালাকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, যেন উর্দু ভাষা ভাষীদের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় কথা বলা কোটি কোটি লোকও উপকৃত হতে পারে এবং তাদেরও যেন এই মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয় যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ”

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

রোযাবস্থায় সর্বদা মিসওয়াক করার অনুমতি

উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السُّوْءُ” অর্থাৎ রোযাদারের উত্তম গুণ হচ্ছে মিসওয়াক করা।”

(ইবনে মাযাহ, ৫/১৮৮, হাদীস নং-১৬৬৭)

হযরত সায্যিদুনা আ'মির বিন রাবিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি হুযুর সায্যিদে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে রোযাবস্থায় মিসওয়াক করতে এতবার দেখেছি যে, আমি গননা করতে পারবো না। (বুখারী, ১/৬৩৭, হাদীস নং-১৯৩৩)

হযরত সায্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন গানাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি হযরত সায্যিদুনা মুআয বিন জবল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমি কি রোযাবস্থায় মিসওয়াক করতে পারবো? বললেন: জি হ্যাঁ। আমি আরয করলাম: কোন সময়? বললেন: দিনের যেকোন সময়, সকাল হোক বা সন্ধ্যা। আমি বললাম: লোকেরা সন্ধ্যায় মিসওয়াক করাকে পছন্দ করে না এবং প্রমাণ স্বরূপ বলে যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মুশকের চেয়েও বেশি উত্তম। বললেন: سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! রাসূলে পাক, সাহিবে লাওলাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মিসওয়াক করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ভালভাবে জানেন যে, রোযাদারের মুখে সুগন্ধি অবশ্যই থাকে, যদিও মিসওয়াক করে এবং এই বিষয়ে আদেশ দিতেন না যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ দূর্গন্ধ রাখো। এতে কোন মঙ্গল নাই, বরং এতে অনিষ্টই রয়েছে, কিন্তু এটা যে মানুষ কোন বিপদে লিপ্ত আছে এবং এছাড়া আর কোন উপায় নাই, তবে অন্য কথা।

(নসবুর রিয়াতুল আহাদিসিল হিদায়াত, ২/৪৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, রোযাবস্থায়ও মিসওয়াক করা যাবে।

মিসওয়াক সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণী

মিসওয়াকের ১০টি গুণ

হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মিসওয়াকের ১০টি গুণাবলী রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাঁড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ নিঃশেষ করে, সুন্নাত আদায় হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়, নেকী বৃদ্ধি করে এবং পাকস্থলী ভাল রাখে।

(জামউজ জাওয়ামেয়ে লিস সুযূতী, ৫/২৪৯, হাদীস নং-১৪৮৬৭)

মিসওয়াক হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **إِنَّ السُّوْأَكَ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ** মিসওয়াক হচ্ছে দ্বীনের ভিত্তি সমূহের একটি। (ওমদাতুল কারী শরহে বুখারী, কিতাবুল জুমআ, বাবুস সিওয়াক, ২/২৬১, হাদীস নং-৮৮৭)

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: চারটি (৪) জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: (১) অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকা (২) মিসওয়াক ব্যবহার (৩) নেক লোকদের সঙ্গে এবং (৪) নিজের ইলমের উপর আমল করা। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৭)

মিসওয়াক খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস

ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমামুল আউলিয়া হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যদি কোন বস্তির লোকেরা সবাই মিসওয়াকের সুন্নাত ছেড়ে দেয় তবে আমরা তার সাথে এভাবে যুদ্ধ করবো, যেমন মুরতাদদের সাথে করা হয়, যেন মানুষেরা মিসওয়াকের সুন্নাত ত্যাগ করার সাহস না করে, আর এই বিধান ইসলামেরই একটি হুকুম। (ফাতোয়ামে রমবীয়া, ১/৫৭)

মহিলারা মিসওয়াক করা কেমন?

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **حُضِرَ نَبِيَّ كَرِيمٍ، رُوِيَ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** মিসওয়াক করা এবং ধোয়ার জন্য আমাকে প্রদান করলে তখন আমি প্রথমে সেই মিসওয়াক নিজে ব্যবহার করি এবং এরপর ধুয়ে **حُضِرَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দরবারে পেশ করি।

(আবু দাউদ, ১/৫২, হাদীস নং- ৫২)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর সুন্নাত। কিন্তু তা না করলে কোন সমস্যা নাই। তাদের দাঁত ও মাঁড়ি পুরুষের তুলনায় দুর্বল হয়, (তাদের জন্য) দাঁতের মাজনই যথেষ্ট।” (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অশেষ দৌলত পাওয়ার জন্য এবং গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অধিকহারে অংশগ্রহন করুন। সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করা যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ। মনে রাখবেন! ওয়াজ নসীহতের জন্য ইজতিমা করে সেখানে মানুষের সংশোধনের নিয়তে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল ছড়ানো, বুয়ুর্গানে দীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ الْبُيُوتِ পদ্ধতি। বর্ণিত আছে; পীরানে পীর, পীরে দস্তগীর সায়্যিদুনা শায়খ মহিউদ্দিন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৫২১ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত চল্লিশ (৪০) বছর সৃষ্টির প্রতি ওয়াজ ও নসীহত করেছেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৮৪ পৃষ্ঠা) এবং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: আমার হাতে পাটশ (৫০০) এর অধিক অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে এবং এক লাখেরও (১০০০০০) বেশি ডাকাত, চোর, ফাসিক ও ফাজির, ঝগড়াটে ও বিদআতী লোক তাওবা করেছে। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৮৪) শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ও মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে ওয়াজ ও নসীহতের মাদানী ফুল লুটিয়ে যাচ্ছেন। الرَّحْمَنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ মাদানী মুযাকারা শুধু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয় বরং এর বরকতে অনেক লোকের সংশোধন হয়ে যায় এবং অনেক বদ আক্বীদা ও বেআমল লোক নিজের মন্দ আক্বীদা ও আমল থেকে তাওবা করে সঠিক আক্বীদার সূন্নি, বাআমল মুসলমান হয়ে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মিসওয়াকের গুণগ্রাহী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অযুতে অনেক সুন্নাত রয়েছে এবং প্রতিটি সুন্নাত অসংখ্য গুণ রহস্যের ভান্ডার। মিসওয়াককেই ধরুন! শিশুরাও জানে যে, অযুতে মিসওয়াক করা সুন্নাত এবং এই সুন্নাতের বরকত কি চমৎকার! আসুন মিসওয়াক সম্পর্কে একটি ঈমান তাজাকারী বাহার শ্রবন করি:

এক ব্যবসায়ীর বর্ণনা হচ্ছে: সুইজারল্যান্ডে এক নওমুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি তাকে উপহার স্বরূপ মিসওয়াক দিলাম, সে খুশিমনে তা নিলো এবং চুমু খেয়ে চোখের সাথে লাগালো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো! সে পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে ভাঁজ খুললে তা থেকে প্রায় দুই ইঞ্চির ছোট একটি মিসওয়াকের টুকরো বের হলো। বলতে লাগলো: আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় মুসলমানরা আমাকে এই উপহারটি দিয়েছিলো। আমি খুবই সম্বলে তা ব্যবহার করছিলাম, এটি শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে, এখন আমি মিসওয়াক কোথায় পাবো! ব্যস আল্লাহ্ তাআলা দয়া করেছেন এবং আপনি আমাকে মিসওয়াক প্রদান করলেন। অতঃপর সে আমাকে বললো যে, অনেক দিন ধরে আমি দাঁত ও মাঁড়ির ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, আমাদের এখানকার দাঁতের ডাক্তার (Dentist) দ্বারা এর চিকিৎসা হচ্ছিলো না। আমি এই মিসওয়াকের ব্যবহার শুরু করলাম, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি যখন ডাক্তারের নিকট গেলাম তখন তারাও আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং বললো: আমার ঔষধে তো তোমার এই রোগ এত তাড়াতাড়ি ভাল হতে পারে না, ভেবে দেখো অন্য কোন কারণ হতে পারে। আমি যখন ভালভাবে মনে করলাম যে, আমি মুসলমান হয়েছি এবং এসব কিছুর বরকত মিসওয়াকের কারণেই। যখন আমি ডাক্তারকে মিসওয়াক দেখালাম তখন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো। (নামাযের আহকাম, ৫৭ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াকের ঔষধী গুণাগুণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিসওয়াকে অসংখ্য দুনিয়াবী ও দ্বীনি উপকারীতা বিদ্যমান। এতে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যা দাঁতকে সকল প্রকার রোগ থেকে বাঁচায়। হযরত সায্যিদুনা মাওলা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**, হযরত সায্যিদুনা আ'তা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** এবং হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** দের মহান বাণী হচ্ছে: মিসওয়াক দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, মাথা ব্যাথা দূর হয় এবং মাথার শিরাগুলো প্রশান্তি লাভ করে, এর দ্বারা কফ দূর হয়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর, পাকস্থলী সঠিক এবং খাবার পরিপাক হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সন্তান জন্মদানে বৃদ্ধি লাভ করে, বার্ধক্য দেরীতে আসে এবং পেটকে শক্তিশালী করে।

(হাশিয়াতৃত তাহতাজী থেকে সংক্ষেপিত, ৮৩ পৃষ্ঠা)

মিসওয়াক সকল রোগের শিফা স্বরূপ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: الْمَسْوُكُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ. الْمَسْوُكُ رোগের শিফা রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, আল জুযুত তাসেয়ে, ৫/১৩৭, হাদীস নং-২৬১৫৯)

মিসওয়াক বাকপটুতা বৃদ্ধি করে

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; الْمَسْوُكُ يَزِيدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً অর্থাৎ মিসওয়াক মানুষের বাকপটুতাকে বৃদ্ধি করে। (মসনাদুশ মাহাব, ১/১৬৪, হাদীস নং-২৩২)

তিনটি জিনিস স্মরণশক্তি প্রখর করে

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দুনা মাওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বলেন: তিনটি জিনিস স্মরণশক্তি প্রখর করে এবং কফ দূর করে: ﴿১﴾ মিসওয়াক করা ﴿২﴾ রোযা রাখা এবং ﴿৩﴾ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করা। (ইসলাহে আমাল, ১/২৭৭)

শায়খুল ইসলাম, ইমাম বারহানুল ইসলাম, ইব্রাহিম রুজনুজি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মিসওয়াক করাও কফ দূর করে, স্মরণশক্তি প্রখর এবং বাকপটুতা বৃদ্ধি করে। কেননা, মিসওয়াক করা খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত এবং এর দ্বারা নামায ও কোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (রাহে ইলম, ৬১ পৃষ্ঠা)

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহিম নাখঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যিনি প্রসিদ্ধ জলিলুল কদর তাবেঈ এবং হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিশেষ গুস্তাদদের মধ্যে একজন, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে; তিনি যা কিছু পাঠ করতেন তা সবকিছুই ভুলে যেতেন, এক রাতে তিনি স্বপ্নে হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভ করলেন, আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!** যা পড়ি ভুলে যাই, মনে থাকে না। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সেই বিষয়গুলো নিয়মিত করো, কম আহার করো, কম ঘুমাও, অধিকহারে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করো, অধিকহারে নামায আদায় করো, প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করো এবং অযুতে মিসওয়াক করো।

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহিম নাখঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম এবং হুযুর সাযিয়দে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই অসীয়তগুলোর উপর আমল করি, কিছুদিনের মধ্যেই আমি লোকদের ইমাম ও নেতা হয়ে গেলাম। (সালাতু মাসউদী, ১০৪ পৃষ্ঠা)

উনকে জু গোলাম হো গেয়ী,

ওয়াকু কে ইমাম হো গেয়ী।

মুখের ফোঁস্কার চিকিৎসা

চিকিৎসকের ভাষ্য হলো: অনেক সময় গরম এবং পাকস্থলীর গ্যাসের কারণে মুখে ফোঁস্কা পড়ে যায় এবং এই রোগে বিশেষ ধরনের জীবাণু মুখে সংক্রমিত হয়। এজন্য মুখে তাজা মিসওয়াক করণ এবং এর লালাগুলো মুখে ভেতর কিছুক্ষণ নাড়াছাড়া করণ। এরূপ করাতে অনেক রোগী সুস্থ হয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষের দৃষ্টিতে যে জিনিসের গুরুত্ব ও উপকারীতা বেশি হয়, সে তা সেইভাবে দেখাশুনা করে, এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, তা নষ্ট এবং হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, তা অর্জনের চেষ্টা করে, উদাহরণ স্বরূপ মেবাইলকেই দেখুন না, প্রথমত সম্ভবত এমন কোন ঘর নেই, যাদের মোবাইল নেই বরং একই ঘরে কয়েকটি মোবাইল থাকে। এর দেখাশুনার জন্য মানুষ কতো ব্যবস্থাই না করে, জ্ঞানীরা এর ব্যবহার জায়িয পন্থায় করার চেষ্টা করে, বেশি থেকে বেশি উপকারীতা অর্জন করার চেষ্টা করে, মোটকথা এর গুরুত্ব তার নিকট অগ্রাধিকার পায়।

এমনিভাবে অসংখ্য সুন্নাতও রয়েছে, যার সম্পর্ক আমাদের প্রতিদিনকার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত, যার উপর আমরা আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারীতা অর্জন করতে পারি, এই সুন্নাতগুলোর মধ্যে অনেক প্রিয় সুন্নাত মোবারকা হচ্ছে “মিসওয়াক”। যার ফযীলত ও বরকতের বিষয়ে আমরা শ্রবণ করছি, আহ! আমাদের এই মহান সুন্নাতকে আপন করে নেয়ার উৎসাহ নসীব করণ।

মিসওয়াকের পরকালিন উপকারীতা

আসুন! এবার আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মিসওয়াকের পরকালিন এবং ইহকালিন উপকারীতা শ্রবণ করি: ☆ মিসওয়াক আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উপায় ☆ মিসওয়াককারীদের প্রতি ফিরিশতা খুশি হয় ☆ মিসওয়াকে সুন্নাতের অনুসরণ রয়েছে ☆ মিসওয়াক নামাযের সাওয়াব বাড়িয়ে দেয় ☆ মিসওয়াক করাতে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয় ☆ মিসওয়াক কবরের সাথী ☆ মিসওয়াকের বরকতে কবর প্রশস্ত হয়ে যায় ☆ মিসওয়াক মৃত্যুর সময় কলেমা স্মরণ করিয়ে দেয় ☆ মিসওয়াককারী সৌভাগ্যবানের মৃত্যুকালে রুহ বের হতে সহজ হয় ☆ মিসওয়াককারী সৌভাগ্যবানের সাথে ফিরিশতার করমর্দন করে ☆ মিসওয়াক করার দ্বারা কলব (হৃদয়) পবিত্র হয় ☆ মিসওয়াককারীদের জন্য আরশ বহনকারী ফিরিশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে ☆ মিসওয়াক সহকারে অযু করে নামাযে গেলে ফিরিশতারা পেছনে পেছনে যায় ☆ শয়তান মিসওয়াকের কারণে দূরে এবং অসম্ভষ্ট হয় ☆ মিসওয়াককারী পুলসিরাতে বিদ্যুৎগতিতে পাড় হয়ে যাবে ☆ মিসওয়াক করার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন হয় ☆ মিসওয়াককারীদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যায় ☆ মিসওয়াককারীদের জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় ☆ মালেকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام মিসওয়াককারীদের রুহ কবজ করতে এমন রূপে আসেন, যেমন রূপে আশ্বিয়ায়ে কিরাম এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের নিকট আসেন ☆ মিসওয়াককারীরা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাউজে কাওসার থেকে জান্নাতী সুধা পান করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

মিসওয়াকের ইহকালিন উপকারীতা

☆ মিসওয়াকে মুখের পবিত্রতা রয়েছে ☆ মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা রয়েছে ☆ মিসওয়াক চোখের দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে ☆ মিসওয়াক মাঁড়িকে মজবুত করে ☆ মিসওয়াক কফ দূর করে ☆ মিসওয়াক শরীরকে সবল রাখে ☆ মিসওয়াক স্মরণশক্তি প্রখর করে ☆ মিসওয়াক চুল উদগীরন করে ☆ মিসওয়াক শরীরের রং উজ্জ্বল করে ☆ মিসওয়াক করার দ্বারা দারিদ্রতা দূর হয় ☆ মিসওয়াক করার দ্বারা বাকপটুতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পায়,

☆ মিসওয়াক খাবারকে হজম করে ☆ মিসওয়াক তাড়াতড়ি বার্ষিক্যকে আসতে দেয়
 না ☆ মিসওয়াক কোমড়কে মজবুত করে ☆ মিসওয়াক জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করে
 ☆ মিসওয়াক চেহারাকে উজ্জল করে ☆ মিসওয়াক মাথা ব্যাথা দূর করে
 ☆ মিসওয়াক কুষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে ও তা বের করে দেয় ☆ মিসওয়াক চোয়ালের
 ব্যাথা দূর করে ☆ মিসওয়াক দাঁতকে উজ্জল করে তোলে ☆ মিসওয়াক সন্তানের
 আধিক্যের কারণ।

মিসওয়াকের বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

মিসওয়াক জীবাণুকে ধ্বংসা করে। এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, অনেক সময় খাবারের ছোট ছোট কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে যায়, যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করলে বের হয় না, যার কারণে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা অনেক রোগের কারণ হয়। মিসওয়াককারী ব্যক্তি মুখের রোগ থেকে বেঁচে থাকে। নতুন গবেষণা অনুযায়ী এমন কিছু জীবাণু থাকে যা টুথ ব্রাশ (Tooth Brush) এবং টুথপেস্ট (Tooth Paste) দ্বারা যায় না, বরং তা শুধুমাত্র মিসওয়াক দ্বারাই দূর হতে পারে। মেডিসিন ও মেডিকেল সাইন্স প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্কে শক্তি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মস্তিষ্কের সুস্থতা অব্যাহত থাকে। মিসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক প্রখর হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ থাকে। যদি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা না হয় তবে দাঁত খারাপ হয়ে যায়। যার কারণে চোয়াল ও মাঁড়িতে পুঁজ জমে যায়, যা মস্তিষ্ক রোগের কারণ। মানসিক রোগও হতে পারে।

দুর্গন্ধ যুক্ত দাঁতের কারণে মাঁড়িও দুর্গন্ধ হয়ে যায়। মাঁড়িতে পুঁজ হয়ে যায়, যা গলায়ও প্রভাব বিস্তার করে এবং সাথে সাথে কাশি, সর্দি এবং জ্বর ইত্যাদি হতে পারে। দাঁত মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না করার কারণে মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। জীবনতো সুস্থ ও সবল থাকা চাই, যদি মানুষই সুস্থ না থাকে তবে কি আর জীবন? ব্যস মিসওয়াক ছাড়া উপায় নেই, অনেকে গলার টনসিল (Tonsils) রোগের রোগী। এমন রোগী নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহারে সুস্থ হতে পারে।

অনেক এমন রোগীও আছে, যারা কানের সংক্রমণ, পুঁজ এবং ব্যাথায় আক্রান্ত, দামী দামী চিকিৎসা করানোর পরও কষ্ট থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

এমন রোগীকে যখন ভালভাবে পরীক্ষা করা হয় তখন দেখা গেলো যে, তার মাঁড়িতে পুঁজ পড়ে গেছে এবং পুরো মুখ দুর্গন্ধে ভরে আছে। যখন মাঁড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং ভালভাবে নিয়মিত তাজা মিসওয়াক করানো হলো, তখন পাশাপাশি কানও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো। এভাবে চোখের রোগ এবং দৃষ্টি হীনতার রোগীর দাঁত উত্তমরূপে পরিষ্কারের গুরুত্ব দেয়া হয়। দৃষ্টিহীন রোগীর মধ্যে অসংখ্য রোগী এমনও রয়েছে, যাদের রোগের অন্যান্য কারণ ছাড়াও দাঁতের ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতায় এই বিষয়টি গবেষণালব্ধ যে, প্রায় ৮০ ভাগ রোগের কারণ পাকস্থলী এবং দাঁতের অসুস্থতার কারণেই হয়ে থাকে। বিশেষকরে আজকাল প্রতি তিন জনের একজন পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত। স্থায়ী সর্দি, কাশি ইত্যাদির এমন রোগী যার কফ আটকে আছে, যখন সে মিসওয়াক করে তখন সেই কফ ভেতর থেকে বাহির হওয়া শুরু করে দেয় আর এভাবে রোগীর মস্তিষ্ক হালকা হয়ে যায়। প্যাথলজিস্ট এর অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, স্থায়ী সর্দির জন্য মিসওয়াক তিরয়াক (অর্থাৎ এমন ঔষধ যা বিষের প্রভাবকেও নষ্ট করে দেয়) থেকে কম নয়। এমনকি মিসওয়াক নিয়মিত ব্যবহারের ফলে নাক ও গলার অপারেশন অনেকাংশে কম করতে হয়।

মিসওয়াকের জন্য সেসব গাছের ডাল উপযুক্ত, যার আঁশ নরম হয়, যা দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে না এবং মাঁড়ির ক্ষতি করে না। উত্তম মিসওয়াক পিলু, নিম এবং বাবলা গাছ থেকে অর্জিত হয়। পিলুর মিসওয়াকের আঁশ নরম হয়। এতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস রয়েছে। অধিকাংশ পতিত জমি এবং বিরান ভূমিতে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন জিনিস যা মস্তিষ্কের জন্য উপকারী ও প্রতিনিধিত্ব করে, তার মধ্যে ফসফরাসও রয়েছে। পিলু মিসওয়াকে বিদ্যমান ফসফরাস লালা এবং মাঁড়ির মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, যার মাধ্যমে মস্তিষ্কে শক্তি অর্জিত হয়। নিম গাছের মিসওয়াকও অত্যন্ত উপকারী। এতে দাঁতের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা রয়েছে। এই গাছ যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। এর পর বাবলা গাছের মিসওয়াকের স্থান। এর দ্বারা দাঁত খুবই ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় এবং এটা দাঁতকে দুর্গন্ধ ও পুঁজ থেকে রক্ষা করে।

মনে রাখবেন! যথা সম্ভব মিসওয়াক তাজা হওয়া চাই, যদি পূর্বের ব্যবহৃত মিসওয়াক আবার ব্যবহার করতে হয় তবে তার পূর্বের ব্যবহৃত আঁশ কেটে ফেলুন এবং দাঁত দিয়ে নতুন করে চিবিয়ে আঁশ তৈরি করুন।

আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর জগত বিখ্যাত কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” এর ২৩৬ পৃষ্ঠায় খাবারের আদব অধ্যায়ে লিখেন: সঠিক পদ্ধতিতে মিসওয়াক করা হলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কখনো দাঁতের রোগ হবে না। আপনার মনে হয়তো এটা খেয়াল আসছে যে, আমি অনেকদিন থেকে মিসওয়াক ব্যবহার করে আসছি কিন্তু আমারতো দাঁত ও পেট উভয়ই খারাপ। আমার সরল প্রাণ ইসলামী ভাইয়েরা! এতে মিসওয়াকের নয় আপনার নিজেরই ভুল রয়েছে। আমি সঙ্গে মদীনা عَنْهُ (লিখক) এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সম্ভবত আজকাল লক্ষজনের মধ্যে এক-আধজন ব্যক্তি এমন হবে, যারা সঠিক নিয়ম অনুসারে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকেন। আমরা প্রায় তাড়াহুড়া করে দাঁতের উপর মিসওয়াক ঘষে অযু করে চলে যাই। অর্থাৎ আমরা মিসওয়াক নয় বরং “মিসওয়াকের প্রথা” আদায় করি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, ছয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১৬৩ মাদানী ফুল” থেকে মিসওয়াকের মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

❁ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দু কিতাব “বাহারে শরীয়াত” এর প্রথম খন্ডের ২৮৮-পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়াহ্, বদরুত তরীকাহ্, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখেন: মাশায়েখে কেলাম বলেন: “যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।” ❁ হযরত সায়িদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিসওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। (জামউল জাওয়ামি' লিসসুয়তী, ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৮৬৭)

❁ মিসওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিজ্জ গাছের হওয়া চাই। ❁ মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়। ❁ মিসওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশি লম্বা না হয়। বেশি লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে। ❁ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে। ❁ মিসওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। ❁ মিসওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আঁশগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিসওয়াকে তিজ্জতা অবশিষ্ট থাকে। ❁ দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করুন। ❁ যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। ❁ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধুয়ে নিন। ❁ মিসওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিসওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। ❁ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিসওয়াক করবেন। ❁ মুঠি বেধে ধরে মিসওয়াক করার কারণে অর্ধরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ❁ মিসওয়াক অযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। (ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

✽ মিসওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালনের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহায়ে শরীয়াত ১ম খন্ড এর ২৯৪ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইয়া খোদা! নিকলো মে মাদানী কাফেলোঁ কে সাথ কাশ!

সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে ওয়াস্তে ফির জলদ তর!!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

হযরত সায্যিদুনা আনাস رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ

صَلَاةٍ دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رحمته الله تعالى عليه কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صلى الله تعالى عليه وآله وسلم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رضي الله تعالى عنه এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عليهم الرضوان আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে

গেলেন তখন হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিদ্দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্কা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সন্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত... শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)